দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 7

002

01 JAN 1989

কম্পার্টমেন্টাল পরীক্ষা

এবারের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় অর্ধেকেরও বেশী ছাত্র-ছাত্রী খুব ভাল নম্বর পেয়েও দুর্ভাগ্যবশত এক বিষয়ে খারাপ করে অকৃতকার্য হয়েছে। এমতবাস্থায় তাদেরকে সব বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়ে অকৃতকার্য বিষয়টিতে পুনঃ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দিলে মূল্যবান একটি বছর ও অর্থ বেঁচে যাবে। উক্ত প্রথা পাকিস্তান ও ভারতে চালু থাকার কারণে সেখানে শিক্ষার হার অনেক বেশী। স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশেও এই প্রথা চালু ছিল।

তাই, ১৯৮৫ ইং সালে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির কেবলমাত্র ফেল করা বিষয়ে পুনঃ পরীক্ষা প্রথা চালু করার যে রিপোর্টটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো বিবেচনাধীন রেখেছেন তা জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করে ১৯৮৮ ইং সনে এসএসসি ও এইচসি পরীক্ষায় এক বিষয়ে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে তা কার্যকর করার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জানাচ্ছি।

—মিসেস আফরোজা রহমান,
গ্রাম: মুলবাড়ী,
ডাক: কর্পুর,
উপজেলা: সোনাতলা,
জেলা: বগুড়া।

তোলারাম কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা

গত ১৯-১১-৮৮ ইং তারিখে নারায়ণগঞ্জ সরকারী তোলারাম কলেজে ডিগ্রী বাংলা পরীক্ষা চলাকালে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক জনৈক নেতৃস্থানীয় ছাত্রের নকল ধরাকে কেন্দ্র করে কতিপয় ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসবাদীর দ্বারা বাংলা পরীক্ষাটি নির্ধারিত সময়ের দেড় ঘন্টা আগেই ভণ্ডুল হয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্রে মানবিক শাখার পরীক্ষার্থী ছিল ৬৯৯ জন, যাদের সকলের বাংলা ছিল। সৃষ্ট সন্ত্রাসের পর অল্প কিছুসংখ্যক খাতা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা হয়। বাকী কয়েকশ' খাতা সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা বিনষ্ট হয়। অকুস্থলে ডিসি, এসপিসহ অনেক পুলিশ ফোর্স থাকা সত্ত্বেও তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হন। পর দিন ২০ নভেম্বর "ইনকিলাব"সহ সকল পত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলে বাংলা পরীক্ষা পুনরায় নেয়া হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, বাকী পরীক্ষাগুলো সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবার পরও এ ব্যাপার কর্তৃপক্ষ এখনোও কোন সিদ্ধান্ত নেননি। এখন আমাদের জিজ্ঞাসা, কতিপয় সন্ত্রাসবাদী নকলকারীর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে না পারায় কর্তৃপক্ষীয় ব্যর্থতা কি কয়েকশ' নিরীহ ছাত্রের উপর বর্তাবে? তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন, কয়েকশ' নিরীহ ছাত্রের জীবন রক্ষার্থে বাংলা পরীক্ষাটি পুনরায় নেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

—মোঃ এনামুল কবীর সরকার ও
আশরাফ হোসেন,
সরকারী তোলারাম কলেজ,
নারায়ণগঞ্জ।